মুখবন্ধ

মৃত্যুর সঙ্গে ফলপ্রকাশের কোন যোগ আছে বলে আমার জানা নেই। সেদিন আমার স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের চূড়ান্ত ফল বেরোল, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পা রেখে শুনলাম প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার - এর প্রয়াণ ঘটেছে। কোচবিহারবাসী হিসেবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলনা ঠিকই, কিন্তু 'গড় শ্রীখণ্ড' নামটি বহুপূর্বেই শুনেছিলাম। বিভাগীয় বৃত্তিভোগী গবেষক হিসেবে নির্বাচিত হবার আশায় প্রথম এ-পথে পদচারণা। ছোটগল্প নিয়ে গবেষণা করবার কথা ভাবতে ভাবতে স্থির করে ফেললাম অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদানের পর লেখকের কথাসাহিত্যে মুক্তোর সন্ধানে ডুব দিলাম। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্যগুলি প্রাথমিক অনুধাবনের পর তৈরী করে ফেললাম সন্দর্ভের নির্দেশিকা।

বিশ শতকের চারের দশক থেকে সাহিত্যের ভুবনে ছড়িয়ে দিয়েছেন উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিচিত্র ধারা, লিখেছেন নাটক এবং প্রবন্ধ। তিস্তা-তোর্ষা-ধরলা-গদাধরের অনন্ত প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময়ের, জীবনের বাঁককে তুলে এনেছেন তাঁর ছোটগল্পে। নিত্যযাত্রীর সঙ্গী না করে তাঁর গল্পকে পরিচিত করাতে চেয়েছেন প্রত্যক্ষ বাস্তবের উৎপাটিত উপলখণ্ডের আলোকচ্ছটা রূপে; সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী পাঠকের মনোগহনে উপলব্ধির সামগ্রী হিসেবে। কাহিনী, চরিত্র ও আঙ্গিকের নবনির্মাণে তাঁর সৃষ্টি হয়ে উঠেছে অভিনব জগতের সন্ধানী। দুর্গম পাহাড় পর্বত সংকুল পরিবেশ থেকে সমতল বাগিচার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্ষীণস্রোতা নদীকে তিনি দেখেছেন নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টিতে। মানুষের শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যের আশা নিরাশার বিবিধগতি প্রত্যক্ষ করে, যৌনতাকে পাপ না বলে মানুষকে বাঁচানোর পথ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন এই গল্পকার।

গবেষণা সন্দর্ভের সূচী অনুসারে ছোটগল্পকার অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর জীবন ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, ছোটগল্পের অভিনবত্ব সম্পর্কে একটি রূপরেখা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তাঁর চরিত্ররা কীভাবে হিমালয়ের গ্রানাইট নির্মিত পার্বত্য প্রদেশ থেকে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গ দেশের পলিমাটি মিশ্রিত ভূমিতে নড়ে চড়ে বেড়ায়, নিজের স্বরে কথা বলে, মনের মানুষের সন্ধান করে তা বলেছি। ভাষা গদ্য হলেও কোনো কোনো সময় তা যথেষ্টই পদ্যগন্ধী, আবার কখনও বা ইংরাজী বাক্য গঠনরীতির নিকটতম প্রতিবেশি হয়ে ওঠে তা যথাসম্ভব আলোচনা করেছি। প্রাচ্য পুরাণের নব নির্মাণের সঙ্গে পাশ্চাত্য পৃথিবীর নির্মোক পরিত্যক্ত জীবনকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ দর্শনে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়েছেন তা নির্দেশ করেছি। শেষে অমিয়ভূষণের ছোটগল্পের প্রথম প্রকাশ থেকে গল্পনদীর ক্রমপ্রবাহ, বিস্তার, দুই তীরের নিসর্গ জনপদের পরিবর্তনশীল দৃশ্যকে স্পর্শ করে সামগ্রিক মূল্যায়নে লেখকের জীবনদর্শনকে ধরতে চেয়েছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রথমেই বলব অমিয়ভূষণ মজুমদারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী অম্লানজ্যোতি মজুমদারের কথা। তিনি প্রয়াত লেখকের দুষ্প্রাপ্য গল্প উপন্যাস ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে বিস্তর সহায়তা করেছেন — যেগুলি ছাড়া এ-কাজ থাকত অসম্পূর্ণ। স্মরণ করি কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন ও লাইব্রেরীর প্রাণপুরুষ সন্দীপ দত্ত মহাশয়কে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী অঙ্কুশ ভট্ট, শ্রী সুবোধ কুমার যশ এবং অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরাকে — যাঁরা এই গবেষণা প্রকল্প নিবন্ধীকরণের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রী নিখিলেশ রায় ও শ্রী উত্তম দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্য তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে একাজ সম্পূর্ণ করা হত অসম্ভব। অধ্যাপকদ্বয় তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে গবেষণা পত্রের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় অংশে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে এ-কাজ ও আমার জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত অধ্যাপক রেজাউল করিম ও দীপক রায়, অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক উত্তীয় দে, শিক্ষক প্রিয়তোষ সরকার, জয়ন্ত মৈত্র এবং কলেজের সহকর্মীবৃন্দ যেভাবে প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেছেন তা ভুলবার নয়।

যাঁর রক্তের ফল্গুস্রোত আমার দেহে নিত্য প্রবহমান, স্বর্গীয় পিতৃদেব (মনীন্দ্র নাথ ঘোষ) যিনি বাস্তব না বুঝেই হয়তো আমাকে 'ডক্টর' (চিকিৎসক) বানাতে চাইতেন তাঁর অদৃশ্য অনুপ্রেরণাশক্তি, গর্ভধারিনী মাতা (শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী), অগ্রজ মিহিরদা, অনুজা যোগমায়া'র ত্যাগ স্বীকার এ-কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধুদের নিরন্তর উৎসাহদানের জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অনবধানবশত যাঁদের নাম উচ্চারিত হল না তাদের প্রতিও রইল সানন্দ কৃতজ্ঞতা। গবেষণাপত্রের মুদ্রণের কাজে পাওয়ারগ্রীড কম্পিউটার সেন্টারের স্বত্ত্বাধিকারী প্রশান্ত সরকারের সহায়তার কথা ভোলা যাবে না কখনোই।

কোচবিহার
৫ জুন, ২০০৯

মৃদুল ঘোষ